গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা | ২ - ৮ মে ২০২৫ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

পহেলগাঁও ঃ হত্যাকারীদের কঠোর শাস্তি চাই

চাই সরকারি গোয়েন্দা ব্যর্থতার জবাবও

পহেলগাঁওয়ে ২৬ জন পর্যটকের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে সারা দেশ স্তম্ভিত। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রতিটি ভারতবাসী এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করছে। অবিলম্বে হত্যাকারী সন্ত্রাসবাদীদের খুঁজে বের করে তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার দাবি জানাচ্ছে। শুধু দেশে নয়, এই সন্ত্রাসী হামলার বিরুদ্ধে বিশ্ব জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। সন্ত্রাসবাদীরা যাঁদের খুন করেছে তাঁদের মধ্যে যেমন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের নাগরিকরা আছেন তেমনই রয়েছেন দু'জন নেপালের নাগরিক। এই বর্বর হত্যাকাণ্ডকে কাপুরুষোচিত আখ্যা দিয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ অপরাধীদের কঠোরতম শাস্তি দাবি করেছেন।

গোয়েন্দা ব্যবস্থা ব্যর্থ হল কী করে

ভারতে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ এর আগেও বহু বার হয়েছে। শুধু বিজেপি শাসনেই উরি, পাঠানকোট, অমরনাথ, পুলওয়ামার মতো জঙ্গি আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এ বারের হামলা যেন আগেরগুলির থেকে অন্য মাত্রার। জানা গেছে, ঘটনার আগে সন্ত্রাসবাদীরা এলাকা ঘুরে পরিকল্পনা ছকে গিয়েছে। বেঁচে যাওয়া পর্যটকদের বয়ান অনুযায়ী, ঘটনার দিনও সন্ত্রাসবাদীরা সেনার পোশাকে ধীরেসুস্থে এলাকায় পৌঁছে পর্যটকদের একে একে খুন করেছে। দীর্ঘ সময় ধরে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে আবার তারা ধীরেসুস্থে এবং নিরাপদে ফিরে গেছে। বুঝতে অসুবিধা হয় না, পুরো ঘটনাটি জঙ্গিদের নিখুঁত এবং দীর্ঘ পূর্বপরিকল্পনার ফল। আশ্চর্যের বিষয়, সরকারি বয়ান অনুযায়ী গোয়েন্দারা ঘুণাক্ষরেও এই পরিকল্পনা আগে টের পায়নি। এই দীর্ঘ সময়ে মিলিটারি, সীমান্তরক্ষী বাহিনী কিংবা পুলিশের কোনও দেখা মেলেনি। স্বাভাবিক ভাবেই মৃত পর্যটকদের পরিবারের সাথে সারা দেশের মানুষ প্রবল ক্ষোভে প্রশ্ন তুলেছেন, পহেলগাঁওয়ের মতো পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় এমন জায়গায় এই সময়ে যে খুবই ভিড় থাকে তা জানার পরও সরকারের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার কোনও ব্যবস্থা রাখা হল না কেন? কেন জঙ্গিদের পরিকল্পনা গোয়েন্দারা জানতে পারল না? ঘটনাস্থলে নিরাপত্তারক্ষীদের পৌঁছতে কেন এত দেরি হল? এতখানি নিরাপত্তাহীন অবস্থায় পর্যটকদের কেন যেতে দেওয়া হল? কাশ্মীর জুড়ে যেখানে কয়েক মিটার অন্তর সশস্ত্র সেনা প্রহরা থাকে, পর্যটকরা পর্যন্ত বারবার তল্লাসির মুখে পড়েন, সেখানে এমন ভরা পর্যটন মরসুমে ধারেকাছে কোনও সেনা, পুলিশ কারও দেখা মিলল না, এটা কী করে সম্ভব হল?

জানা যাচ্ছে, ঘটনাস্থলের নিকটবর্তী নিরাপত্তা পোস্টের দূরত্ব ২০ কিমি। অবাক ব্যাপার! এই কি তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী-বর্ণিত আঁটোসাঁটো নিরাপত্তার ব্যবস্থা? এর উপর নির্ভর করেই কি প্রধানমন্ত্রী বুক বাজিয়ে বলেছিলেন, ৩৭০ ধারা তুলে দেওয়ায় কাশ্মীর এখন সন্ত্রাসমুক্ত? এই কি তাঁদের নোট বাতিলের মধ্যে দিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের কোমর ভেঙে দেওয়ার নমুনা? তাঁদের এমন বক্তৃতায় বিশ্বাস করে পর্যটকরা যে নিশ্চিন্ত মনে সেখানে গিয়েছিলেন, সেই বিশ্বাস করাটাই কি তাঁদের অপরাধ? এর দায়

দুয়ের পাতায় দেখুন

পহেলগাঁও ঃ রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ এস ইউ সি আই (সি)-র

কাশ্মীরে হত্যাকাণ্ডে দোষীদের শাস্তি এবং সাম্প্রদায়িক উস্কানির বিরুদ্ধে মিছিল কলকাতায়। ২৯ এপ্রিল। সংবাদ চারের পাতায়

শ্রমিক-অধিকার রক্ষায়

২০ মে সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘটের ডাক

আবারও একটা মে দিবস চলে গেল। সারা বিশ্বের খেটে-খাওয়া মানুষ মহান মে দিবসে শপথ নেন অর্জিত অধিকার রক্ষার সংগ্রামে নিয়োজিত হওয়ার। এই বছর মে দিবসে ভারতের শ্রমিক কর্মচারীরা শপথ নিলেন— শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় তাঁরা ২০ মে ধর্মঘটকে সর্বাত্মক সফল করে তুলবেন। কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার মালিকের হাতে যথেচ্ছ শ্রমিক শোষণের অধিকার তুলে দিতে আনছে শ্রমিক স্বার্থবিরোধী ৪টি শ্রম কোড, দিনে ১২-১৪ ঘন্টা থেকে শুরু করে যতক্ষণ মালিকের মর্জি ততক্ষণই শ্রমিককে খাটানোর আইন আনছে। এর বিরুদ্ধেই এ আই ইউ টি ইউ সি সহ ৯টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ডাক দিয়েছে এই ধর্মঘটের।

যত দিন যাচ্ছে ভারতের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি মালিক শ্রেণির স্বার্থে শ্রমিকদের সমস্ত অধিকার কেড়ে নেওয়ার আইন আনছে। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি সরকার ৫১টি শ্রম আইনের মধ্যে ২৯টি শ্রম আইন বাতিল করে ৪টি শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী কালা শ্রম কোড এনেছে। এই ভাবে তারা শ্রমিকদের বহু লড়াই ও আন্দোলনের ফলে অর্জিত অধিকারগুলি একের পর এক কেড়ে নিচ্ছে। ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়মেন্টের নীতি এনে স্থায়ী কাজই আর রাখছে না। স্থায়ী কাজে স্থায়ী কর্মী নিয়োগ না করে ঠিকা কর্মী দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। 'ফ্লোর ওয়েজ' এনে ন্যূনতম মজুরি পাওয়ার অধিকার থেকে শ্রমিকদের বঞ্চিত করছে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে রাজ্যে রাজ্যে সভা

ভারতের মাটিতে একমাত্র সাম্যবাদী দল এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর ৭৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস ছিল ২৪ এপ্রিল। ওই দিন দেশের অধিকাংশ রাজ্যেই নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এই দল গড়ে ওঠার সংগ্রামকে স্মরণ করেন হাজার হাজার মানুষ। সভা-সমাবেশ, রক্তপতাকা উত্তোলন, মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে উদযাপন ছাড়াও এই দিনটিকে সামনে রেখে মাসাধিক কাল ধরে যথার্থ কমিউনিস্ট দল গড়ে তোলার সংগ্রামের নানা দিক নিয়ে দলের কর্মী-সমর্থক দরদিরা চর্চা করেন। নানা গণআন্দোলনে অংশ নেওয়ার মধ্যেই এই চর্চা তাঁরা চালিয়ে গেছেন। পথসভা, হাটসভা, দেওয়াল লিখন, আঞ্চলিক স্তরে উদ্ধৃতিপ্রদর্শনী, আঞ্চলিক স্তরে দলের সমর্থক-দরদি ছাড়াও সাধারণ মানুষকে যুক্ত করে দিনটির তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা সভা ইত্যাদির মাধ্যমে সারা দেশেই নিবিড় প্রচার কর্মসূচি চলে। ওই দিন বেশ কিছু রাজ্য-রাজধানী এবং গুরুত্বপূর্ণ শহরে প্রতিষ্ঠা দিবসের বৃহৎ সমাবেশ ছাড়াও পরবর্তী দিনগুলিতেও নানা শহরে সভা হয়। দলের কেন্দ্রীয়

চারের পাতায় দেখুন

রাজস্থানের জয়পুরে প্রতিষ্ঠা দিবসের সভা

সরকারি গোয়েন্দা ব্যর্থতার জবাব চাই

একের পাতার পর

কেন প্রধানমন্ত্রী-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বীকার করবেন না? এ কথা সবার জানা যে, এ সব কোনও প্রশ্নেরই উত্তর বিজেপি সরকার দেশের মানুষকে দেবে না। ঠিক যেমন, ২০১৯-এ নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার মধ্যেও কী করে সন্ত্রাসবাদীরা পুলওয়ামায় সিআরপিএফের কনভয়ে হামলা করে ৪০ জন জওয়ানকে হত্যা করতে পেরেছিল, এ প্রশ্নের উত্তর সরকারের কাছ থেকে দেশের মানুষ আজও পায়নি।

দুর্গতদের পাশে ছিলেন স্থানীয় কাশ্মীরীরাই

অত্যন্ত স্পর্শকাতর এলাকা হওয়া সত্ত্বেও পর্যটকদের নিরাপত্তার জন্য সে দিন কোনও নিরাপত্তারক্ষীর দেখা মেলেনি। পর্যটকদের বাঁচাতে সন্ত্রাসীদের অস্ত্র কেড়ে নিতে গিয়ে খুন হয়েছেন টাট্টু চালক সইদ আদিল হুসেন শাহ। মৃত পর্যটকদের বেঁচে ফেরা আত্মীয়রা জানিয়েছেন, জঙ্গিরা চলে যাওয়ার পরেও প্রায় এক ঘণ্টা কোনও সেনা বা পুলিশের দেখা মেলেনি। দীর্ঘ সময় ধরে রক্তক্ষরণের কারণেও অনেকে মারা গেছেন। পর্যটকদের বক্তব্য, যদি সঙ্গে সঙ্গে সেনার সাহায্য পাওয়া যেত, যদি হেলিকপ্টারে দ্রুত আহতদের হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া যেত তবে হয়তো অনেককেই বাঁচানো যেত। সন্ত্রাসী হামলার পর থেকেই ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক হুঙ্কারে বিজেপি-আরএসএস নেতারা আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলছেন, অথচ সেই সময় নিজেদের জীবনের পরোয়া না করে দুর্গতদের বাঁচাতে যাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, আহতদের কাঁধে চাপিয়ে দুর্গম পথ ধরে হেঁটে দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছিলেন তাঁরা সকলে স্থানীয় বাসিন্দা এবং ধর্মে মুসলমান। এর দ্বারা তাঁরা প্রমাণ করেছেন, তাঁদের প্রথম পরিচয় তাঁরা মানুষ, তার পরে তাঁদের ধর্মীয় পরিচয়। জঙ্গিদের গুলিতে আহত পিতাকে নিয়ে দিশেহারা মহিলার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন স্থানীয় দুই কাশ্মীরী যুবক। নিজেদের প্রাণের পরোয়া না করে তাঁরা মৃতপ্রায় মানুষটিকে কাঁধে করে নীচে নামিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছেন, পাশে থেকেছেন। যা দেখে মহিলা বলেছেন, সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে আমি আমার পিতাকে হারালেও পেয়েছি দুই ভাইকে। স্থানীয় মানুষের মানবিকতার এমন অনেক উদাহরণ উজ্জ্বল হয়ে ফুটে রয়েছে সেই রক্তাক্ত দিনটির গাঢ় অন্ধকারে। আজ যখন হিন্দু-মুসলমান বিভাজনের জিগিরে বিজেপি-আরএসএস নেতারা গলা ফাটাচ্ছেন, তখন সীমান্তে অনুপ্রবেশ আটকাতে গিয়ে প্রাণ দেওয়া জওয়ান নদীয়ার ঝন্টু শেখের পিতা মৃত সন্তানের সামনে দাঁড়িয়ে গভীর ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, সন্তানের প্রাণের বিনিময়ে আমাদের প্রমাণ করতে হচ্ছে, আমরা ভারত বিরোধী নই।

অন্য দিকে কাশ্মীরবাসীরাই সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের প্রতিবাদে কাশ্মীর জুড়ে অভূতপূর্ব বনধ পালন করেছেন। মোমবাতি মিছিল থেকে তাঁরা স্লোগান তুলেছেন, আমরা প্রথমে ভারতীয় তার পরে কাশ্মীরী। কাশ্মীরের মসজিদে মসজিদে সে দিন এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

এতগুলি মৃত্যু, তবু লক্ষ্য শুধুই ভোটব্যাঙ্ক!

অথচ বিজেপি নেতারা মেতে উঠেছেন এই হত্যাকাণ্ডের জন্য গোটা মুসলমান সমাজকে দায়ী করে প্রচার চালাতে। তাঁরা প্রচার করছেন মুসলমান মাত্রেই জঙ্গি। এর একমাত্র উদ্দেশ্য— দেশ জুড়ে মুসলমান বিরোধী মানসিকতা তৈরি করে হিন্দু ভোটব্যাঙ্ককে মজবুত করা। না হলে সংগঠিত গণহত্যা বলেই কি কোনও বিশেষ ধর্মকে কাঠগড়ায় তোলা যায়? সন্ত্রাসবাদীদের মুসলমান পরিচয়ের জন্য যদি গোটা মুসলমান সমাজকে দায়ী করা হয় তা হলে মালেগাঁও বিস্ফোরণে বহু মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের নেত্রী সাধ্বী প্রজ্ঞার হিন্দু পরিচয়ের জন্য তো গোটা হিন্দু সমাজকে দায়ী করতে হয়! সাধ্বী প্রজ্ঞা এবং তাঁর সহযোগীদের ফাঁসি চেয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এনআইএ। একই ভাবে ওড়িশায় খ্রিস্টান যাজক গ্রাহাম স্টেইনসকে হত্যা করেছিল হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের সদস্যরা। নরেন্দ্র দাভোলকর, গোবিন্দ পানসারে, কালবুর্গি, গৌরী লঙ্কেশদের যাঁরা খুন করেছে তারাও তো সংগঠিত হত্যাকাণ্ডই চালিয়েছে। বিজেপির যুক্তিধারা মানলে এই সব হত্যাকারীদের হিন্দু পরিচয়ের জন্য তো গোটা হিন্দু সমাজকেই দায়ী করতে হয়! তা কি কেউ করবে? না, করলে তা যুক্তিসঙ্গত হবে? অথচ শুধুমাত্র ভোটের স্বার্থে আজ বিজেপি নেতারা এই ঘটনাকে পুঁজি করে মুসলমান বিরোধী বিদ্বেষ ছড়িয়ে যাচ্ছে।

সন্ত্রাসবাদীর পরিচয় সন্ত্রাসবাদীই

অথচ কে না জানে যে সন্ত্রাসবাদীদের একটাই পরিচয় তারা সন্ত্রাসবাদী, খুনি। পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদীরা যে পর্যটকদের খুন করেছে তাঁদের অধিকাংশ ধর্মে হিন্দু এ কথা ঠিক, কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে কাশ্মীরের অধিবাসীদেরই জীবন-জীবিকার, যাঁদের বেশির ভাগই ধর্ম পরিচয়ে মুসলমান। কাশ্মীরবাসীর জীবিকা মূলত যে পর্যটন শিল্প নির্ভর, সেই পর্যটন শিল্পেরই এর দ্বারা ক্ষতি হল সবচেয়ে বেশি। এই ঘটনার পর দেশের নানা প্রান্তে হিন্দুত্ববাদীদের আক্রমণের শিকার হচ্ছেন সাধারণ কাশ্মীরী মানুষ এবং ছাত্রছাত্রীরা। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এই হামলার প্রতিক্রিয়া হিসাবে যে ভারত থেকে সমস্ত পাকিস্তানীদের বহিষ্কারের নির্দেশ দিয়েছে, ভারত থেকে পাকিস্তানে বয়ে যাওয়া সিন্ধু নদীর জল বন্ধের হুমকি দিয়েছে তা কার্যকর হলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ, যাঁরাও ধর্মে মুসলমান। উন্নত মানের চিকিৎসার জন্য পাকিস্তান থেকে যে সব মুসলিমরা ভারতে আসেন, তারাও অসহায় হলেন। অর্থাৎ এই হত্যাকাণ্ডের দ্বারা মুসলমান স্বার্থ রক্ষা দূরের কথা মুসলমান ধর্মের মানুষেরই সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে এই সন্ত্রাসবাদীরা। এর থেকেই স্পষ্ট পর্যটকদের হত্যাকারীদের আসল পরিচয় ধর্মে নয়, তাদের একমাত্র পরিচয় তারা মানবতাবিরোধী, সন্ত্রাসবাদী, খুনি।

এর দায় কার?

নিরাপত্তার কঠোর বেষ্টনী কাশ্মীর জুড়ে। অথচ প্রয়োজনের সময়ে কারও দেখা মিলল না। অসহায় ভাবে এতগুলি প্রাণ চলে গেল। স্বাভাবিক ভাবেই দেশ জুড়ে প্রশ্ন উঠছে, এর দায় কার? এই রকম পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা বাহিনী এবং গোয়েন্দা বিভাগের চরম ব্যর্থতার জন্য সরকারের নেতা-মন্ত্রীদের লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল, দেশবাসীর কাছে এই ব্যর্থতার জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল, উচিত ছিল সারা দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে হামলাকারীদের চিহ্নিত করে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা। অথচ দেখা গেল, কেন্দ্রের শাসক দলটি রাজ্যে রাজ্যে তাদের নেতা-কর্মীদের নামিয়ে দিল এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে হিন্দু-মুসলমান বিভাজন তৈরির কাজে। যেহেতু মৃত পর্যটকদের প্রায় সকলেই হিন্দু তাই তাঁদের হত্যাকারীদের মুসলমান ধর্ম-পরিচয়টিকেই বিজেপি-আরএসএস নেতারা বড় করে দেখিয়ে বিদ্বেষ ছড়াতে থাকলেন। এই বিপজ্জনক বিভাজনের রাজনীতি বিরুদ্ধে সমাজের চিন্তাশীল মানুষ একদিকে যেমন প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন, তেমনই প্রশ্ন তুলেছেন যে, এমন সন্ত্রাসের ঘটনাগুলি যে নির্বাচনের সময়েই ঘটে তা কি কাকতালীয়? পুলওয়ামা ঘটনার পর উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রচার চালিয়ে ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে ফয়দা তুলেছিল বিজেপি। এ বছর বিহারে এবং পরের বছর পশ্চিমবঙ্গ এবং তার পরের বছর উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন। অথচ মানুষের সমর্থন পাওয়ার মতো বিজেপি নেতাদের হাতে কিছুই নেই। তা হলে এই উগ্র হিন্দুত্ববাদী জিগির তোলার চেষ্টা কি নির্বাচনগুলিকে সামনে রেখেই? প্রশ্নগুলি মানুষকে গভীর ভাবে ভাবাচ্ছে।

দৃষ্টি ঘোরানোর চেষ্টা

দেশের সঙ্কটজনক আর্থিক পরিস্থিতি মোকাবিলায় আজ সমস্ত দিক থেকে ব্যর্থ বিজেপি সরকার। জীবনদায়ী ওষুধ সহ প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম লাফিয়ে বাড়ছে, সমান তালে বাড়ছে বেকার সমস্যা। ট্রাম্প ঘোষিত শুল্ক যুদ্ধ এই সংকটকে আরও তীব্র করে তুলছে। সরকারি সহযোগিতায় শ্রমিক শ্রেণির উপর মালিক শ্রেণির শোষণ ক্রমাগত তীব্র আকার নিচ্ছে। ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে বাড়ছে কৃষক আত্মহত্যা। ক্ষোভে ফুঁসছে শ্রমিক কৃষক সহ খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। বিজেপি সরকারের শ্রমিক-কৃষক স্বার্থবিরোধী নীতিগুলির প্রতিবাদে ২০ মে দেশজুড়ে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে দেশের শ্রমিক-কৃষক সংগঠনগুলি। ধর্মঘটকে সফল করে তুলতে শ্রমিক কৃষক সাধারণ মানুষ দেশ জুড়ে ব্যাপক প্রস্তুতি চালাচ্ছেন। এই তীব্র ক্ষোভের সামনে পড়ে ভীত শাসক শ্রেণি, ভীত তাদের সেবাদাস হিসাবে কাজ করা বিজেপি নেতারা। শোষিত মানুষের বাঁচার এই লড়াইকে দুর্বল করতে, তাঁদের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়িয়ে বিভাজন তৈরি করতে এই সন্ত্রাসী হামলাকে কাজে লাগাতেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির বিশ্বস্ত সেবাদাস বিজেপি নেতারা।

দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত হননি

দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, চিন্তাশীল মানুষ কিন্তু বিজেপি-আরএসএসের এই মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত হননি। তাঁরা শাসক দলের প্রচারের মিথ্যা ফাঁস করে দিচ্ছেন। তাই বিজেপি ও সংঘ পরিবার সন্ত্রাসবাদীদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করার পরিবর্তে সেকুলার বুদ্ধিজীবী এবং বামপন্থীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাচ্ছে। কারণ বিজেপি এবং আরএসএস নেতারা যে ভাবে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য গোটা মুসলমান সমাজকে দায়ী করছেন, এঁরাই সাহসের সাথে তার বিরোধিতা করছেন। বিজেপি আরএসএসের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মূলে যে রয়েছে আসলে হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক তৈরির লক্ষ্য এবং সমাজের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি থেকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে পুঁজিপতি শ্রেণির শোষণ-লুণ্ঠনকে অবাধে চলতে দেওয়া, তা সমাজের এই সেকুলার এবং বামপন্থী অংশটিই জনগণের সামনে ফাঁস করে দিচ্ছেন। তাই হিন্দুত্ববাদীদের আক্রমণের নিশানায় পরিণত হয়েছেন সেকুলার বুদ্ধিজীবী এবং বামপন্থীরা। বাস্তবে সাম্প্রদায়িক চিন্তায় আচ্ছন্ন এই সব নেতাদের সেকুলারিজম সম্পর্কে কোনও সঠিক ইতিহাসসম্মত ধারণাই নেই। সেকুলাররা মনে করে, একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্ম নাগরিকদের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। একটি যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ তথা সেকুলার রাষ্ট্র ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাস, রীতিনীতি ও ধর্মীয় প্রচারকে যেমন কোনও ভাবে উৎসাহ জোগায় না, তেমনই প্রতিবন্ধকতারও সৃষ্টি করে না। বিপরীত পক্ষে তা ধর্মে বিশ্বাসী জনসাধারণ এবং কোনও ধর্মেই বিশ্বাস করে না এমন জনসাধারণ— উভয়েরই সমান অধিকারের নীতিকে কার্যত স্বীকার করে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তির দ্বারা। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, সুভাষচন্দ্র, ভগৎ সিং প্রমুখ মনীষীর সকলেই রাষ্ট্রের এমন ধর্মনিরপেক্ষ ভূমিকার কথাই বলে গেছেন। অথচ এই সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ভোট-রাজনীতির স্বার্থে এই নীতিকেই আঘাত করছে।

হিন্দুত্ববাদীদের এই জঘন্য সাম্প্রদায়িক প্রচারে সর্বাত্মক ভাবে সঙ্গত দিচ্ছে সংবাদমাধ্যমের একচেটিয়া পুঁজি নিয়ন্ত্রিত একটি বড় অংশ। তারা চব্বিশ ঘণ্টা এই সন্ত্রাসী হামলাকে হিন্দুদের উপর মুসলমানের হামলা বলে প্রচার চালাচ্ছে। একই রকম প্রচার চালাচ্ছে শাসক দলের বেতনভোগী আইটি সেলগুলি। তারা সামাজিক মাধ্যমগুলিতে লাগাতার কদর্য ভাষায় আক্রমণ চালাচ্ছে সংখ্যালঘুদের উদ্দেশে। রবীন্দ্রনাথ নজরুল সহ মনীষীদের বক্তব্যকে বিকৃত করে প্রচার চালাচ্ছে। এই সমাজমাধ্যমেই সরকার বিরোধী সামান্য কোনও বক্তব্য থাকলে কর্তৃপক্ষ 'কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড ভায়োলেশন' এর দোহাই তুলে তা মুহূর্তে মুছে ফেলে। অথচ এমন মারাত্মক সাম্প্রদায়িক প্রচারগুলি তারা সরকারি মদতে নিশ্চিন্তে চালিয়ে যাচ্ছে। যদিও সংবাদমাধ্যমের অন্য একটি অংশ সরকারি নিরপত্তা ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি এবং এই জঘন্য সাম্প্রদায়িক প্রচারের বিরোধিতা করছে। বহু সাংবাদিকও ব্যক্তিগত ভাবে এর বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য রাখছেন।

তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে সমস্ত রকম উদ্দেশ্যপ্রণোদিত উস্কানির মোকাবিলায় সব স্তরের সাধারণ মানুষ, শোষিত মানুষ সহ মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ব্যাপক সংখ্যক জনসাধারণের মধ্যে নবজাগরণ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের মনীষীদের ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে বক্তব্যকে তুলে ধরতে হবে। জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তাতে শামিল করতে হবে সব স্তরের শোষিত জনগণকে। তা না হলে সমাজের গরিব মানুষ নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত সহ চিন্তাশীল সব মানুষই বারে বারে এই উগ্রবাদীদের অসহায় আক্রমণের শিকার হবেন।

সমাজের গণতন্ত্রীকরণ ঘটানোই সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের একমাত্র সঠিক পদ্ধতি

শিবদাস ঘোষ

একদিকে সাম্রাজ্যবাদের সহিত বিরোধিতা এবং অন্য দিকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনের মারাত্মক ভয় ভারতীয় বুর্জোয়াদের জাতীয়তাবাদী অংশকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক সংস্কারপন্থী বিরুদ্ধবাদী (রিফরমিস্ট অপজিশনাল) ভূমিকায় অবতীর্ণ করাইয়াছিল। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে ইহার ভূমিকা ছিল সমান আপসমুখী। ভারতীয় পুঁজিবাদ সেই কারণে সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্ততন্ত্র উভয়ের সঙ্গে আপস রফা করিয়াই গড়িয়া উঠিতে চাহিয়াছিল। সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আপস করার ফলে ভারতীয় বুর্জোয়াদের দ্বারা সমাজের গণতন্ত্রীকরণের পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কাজগুলি সম্পূর্ণ করা এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী উপজাতি এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের একীকরণের কার্য সম্পূর্ণ করা সম্ভব ছিল না এবং হয়ও নাই। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনাকালে বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভারতীয় জনসাধারণ রাজনৈতিকভাবে একটি জাতিতে পরিণত হইল বটে, কিন্তু জাতীয় বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে সামন্ততন্ত্র, সামন্ততান্ত্রিক অনৈক্য এবং ধর্মীয় বন্ধনের বিরুদ্ধে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করিয়া সমাজের গণতন্ত্রীকরণের কাজ সম্পূর্ণভাবে অবহেলা করার দরুন ভারতীয় জনসাধারণ ধর্ম-বর্ণ-ভাষাগত কারণে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক সম্প্রদায় হিসাবেই টিকিয়া রহিল।

... ...

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করার পথে সমাজ গণতন্ত্রীকরণের মাধ্যমে মানুষের সামাজিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে ধর্মকে পুরোপুরি শক্তিহীন করিয়াই বিভিন্ন সম্প্রদায়কে যথার্থ সংহত করিয়া জাতি গঠন সম্ভবপর। না জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্ব, না জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্বের বিকল্প নেতৃত্ব গঠনের কথা যাঁহারা বলিতেন তাঁহারা— কেহই ভারতীয় জাতিগঠনের এই সমস্ত অবশ্যপ্রয়োজনীয় কাজগুলি সমাধা করেন নাই। সুতরাং সমস্ত সম্প্রদায়গুলিকে একত্রিত করিয়া একটি জাতিগঠন সম্ভব হয় নাই। নেতাদের পক্ষে আন্তরিকতার অভাবের জন্য ইহা হয় নাই তাহা নহে, আমার বক্তব্য হইতেছে, দৃষ্টিভঙ্গির অপরিচ্ছন্নতা ও ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়কে বিশেষত মুসলিম জনসাধারণকে আন্দোলনের সাথে সামিল করিয়া একটি জাতিগঠনের প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল। আমি ইতিহাস হইতে শিক্ষা গ্রহণের জন্যই অতীতের ঘটনাবলী এখানে উল্লেখ করিতেছি। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কর্মসূচি সফল করিবার জন্য যে বুর্জোয়া নেতৃত্বকে ধর্মীয় সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠা উচিত ছিল, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংস্কারপন্থী বিরুদ্ধবাদী ভূমিকা গ্রহণ করার ফলেই তাহা তাহাদের পক্ষে করা সম্ভব হয় নাই। এইভাবে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এই দুর্বলতা, অপরদিকে বহিঃক্ষেত্রে ভারতীয় জনসাধারণকে একটি জাতিতে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজনের সম্মুখীন হইয়া ইহা হিন্দুধর্মের উদারতা ও সহনশীলতার উপর ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ভুক্ত জনসাধারণকে সংহত করিয়া একটি জাতি গঠনে ব্রতী হইয়াছিল। এমনকি জাতীয় নেতৃত্ব ক্ষমতালাভের পূর্বে এই বিষয়ে যে ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিল, ক্ষমতালাভের পরেও তাঁহারা তাহার সংশোধন করেন নাই। বরং আমাদের দেশের বর্তমান শাসকবৃন্দ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অপূরিত কর্মসূচি সম্পূর্ণ করার পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সমস্ত প্রকার ধর্মীয় রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার এবং কুসংস্কারগুলিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। ফলে সমাজবিরোধী শক্তি ও মনোভাব বৃদ্ধি পাইতে কার্যকরী ভাবে সাহায্য করিতেছেন। এবং এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে আমরা দেখিতে পাই পূজা-অর্চনা ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের ব্যাপকতা প্রাক-স্বাধীনতা যুগের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাঁহারা ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে বাস্তবে সমস্ত ধর্মের বিকাশে সমান উৎসাহ প্রদান এবং সমস্ত ধর্মাবলম্বী লোকদের ধর্মপ্রচার ও ধর্মানুষ্ঠানে রাষ্ট্র কর্তৃক সমান সুযোগ প্রদানের নীতিতে পর্যবসিত করিয়াছেন। ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই যে, এই ধরনের পরিবেশেই হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তানের দাবি বাস্তবে দৃঢ় ভিত্তি পাইতেছে। ইহা বোঝা উচিত যে, যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষতা বলিতে কোনও ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাস, আচার-ব্যবহার পালন এবং ধর্মীয় প্রচারকে উৎসাহ প্রদান করা বোঝায় না। অথবা ইহার দ্বারা জনসাধারণের উপর ধর্মীয় প্রভাব বিস্তারের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক সমস্ত ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতাও বোঝায় না। এবং এই ধর্মনিরপেক্ষতার দ্বারা কোনও একটি বিশেষ ধর্মে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ভুক্ত জনসাধারণকে শুধুমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে বিশেষ সুযোগসুবিধা প্রদান করা কোনও মতেই বোঝায় না। একটি যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ধর্মকে নাগরিকদের একান্তই ব্যক্তিগত বিষয় হিসাবে বিবেচনা করে। সুতরাং উহা ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাস, রীতিনীতি ও ধর্মীয় প্রচারকে যেমন কোনরূপ উৎসাহ প্রদান করে না, তেমনি প্রতিবন্ধকতারও সৃষ্টি করে না। বিপরীতপক্ষেইহা ধর্মে বিশ্বাসী জনসাধারণ এবং কোনও ধর্মেই বিশ্বাস করে না এ রূপ জনসাধারণ— উভয়েরই সমান অধিকারের নীতিকে কার্যত স্বীকার করে। সামাজিকও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কর্মসূচিকে সফল করার মধ্য দিয়া ইহা সমাজের গণতন্ত্রীকরণ সাধন করে এবং ব্যক্তির সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও রাষ্ট্রের উপর হইতে ধর্মের প্রভাবকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করে। আমাদের দেশের বর্তমান বুর্জোয়া শাসক শ্রেণির হিন্দু রিভাইভ্যালিস্ট মনোভাবের ফলে আজও ভারতীয় জনসাধারণ ভাষা, ধর্ম, বর্ণ এবং উপজাতীয় মনোভাবের ভিত্তিতে বিচ্ছিন্ন কতকগুলি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মনোভাবাপন্ন সম্প্রদায়ের সমষ্টি মাত্র। যখন পাশ্চাত্যের আধুনিক জাতিগুলি যাহারা সামন্ততন্ত্র, সামন্ততান্ত্রিক বিভেদমূলক আচার, রীতিনীতি এবং রাষ্ট্র ও সামাজিক আচার রীতিনীতির উপর চার্চের প্রভাব প্রভৃতির বিরুদ্ধে সফল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব পরিচালনার মাধ্যমে সমাজের গণতন্ত্রীকরণ ঘটাইয়া জাতি হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহারাও ধর্মীয় উন্মাদনা, বর্ণবিদ্বেষ, বর্ণবিদ্বেষপ্রসূত দাঙ্গা (আমেরিকায় নিগ্রোদের উপর অকথ্য অত্যাচার ও গ্রেট ব্রিটেনে বর্ণভিত্তিক দাঙ্গা উল্লেখযোগ্য) প্রভৃতি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারে নাই, তখন ইহা সহজেই অনুমেয় যে যখন ভারতবর্ষ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বর্ণহিন্দু, তফসিল জাতি, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, জৈন ও খ্রিস্টান এবং অসমীয়া, বাঙালী, ওড়িয়া, তামিল প্রভৃতি বিভিন্ন সামাজিক ও সংস্কৃতিগত ও ভাষাগত দিক দিয়া বিভক্ত, তখন এখানে সাম্প্রদায়িকতার বীজ কত গভীরে নিহিত। সুতরাং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করিয়া সমাজের গণতন্ত্রীকরণ ঘটানোই আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের একমাত্র সঠিক পদ্ধতি।

(সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কেঃ নির্বাচিত রচনাবলি, ২য় খণ্ড)

ট্রাম্প বিরোধী বিক্ষোভ আমেরিকা জুড়ে

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ভোটে জেতার আগে স্লোগান তুলেছিলেন— আমেরিকা ফার্স্ট। বলেছিলেন 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন'। তখন অনেকেই বুঝতে পারেননি দেশপ্রেমের এই স্লোগানের পিছনে কী লুকিয়ে আছে। এই স্লোগান ছিল তাঁর হয়ে কোমর বেঁধে নামা কর্পোরেট পুঁজির কর্ণধারদের তৈরি করে দেওয়া। বেকার, চাকরিহারা, ফুড কুপনে বেঁচে থাকা কয়েক লক্ষ মানুষকে ধোঁকা দিতে এই স্লোগান তারা ছড়িয়ে দিয়েছিল।

ট্রাম্প সাহেব গদিতে বসার কিছু দিনের মধ্যেই শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাইয়ের বন্যা বয়ে যায়। জনগণ এখন আওয়াজ তুলছে— 'গ্রেট' চাই না, আমেরিকাকে 'নর্মাল' করুন। এই স্লোগান দিয়েই গত ৬ এপ্রিল আমেরিকার ৫০টি প্রদেশের ১২০০ জায়গায় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তাঁর পরামর্শদাতা ধনকুবের এলন মাস্কের বিরুদ্ধে হাজার হাজার মানুষের বিক্ষোভ আগ্নেয়গিরির মতো ফেটে পড়ল।

আমেরিকায় এযাবতকালের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ হয় ওইদিন। 'রক্তপিপাসু ট্রাম্প দুনিয়া থেকে হাত ওঠাও', 'স্বৈরাচার বন্ধকরো' স্লোগানে মুখরিত হয় নিউইয়র্ক, লস এঞ্জেলেস, ওয়াশিংটন, ওরেগো, পোর্টল্যান্ড সহ নানা শহরের রাজপথ। ট্রাম্পের কার্টুন নিয়ে মিছিল করে আমেরিকার হাজার হাজার মানুষ প্রতিবাদ জানালেন। এই আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছে '৫০৫০১' গ্রুপ। এর অর্থ হল ৫০টি প্রদেশে, ৫০টি বিক্ষোভ ১টি দিনেই। এই গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে ১৯ এপ্রিল আবার আর একটি বিক্ষোভের ডাক দেওয়া হয়েছে। সংগঠকরা বলছেন তাতে ১১ মিলিয়ন (১ কোটি ১০ লক্ষ) মানুষ অংশ নেবেন। সেই বিক্ষোভও ব্যাপক রূপ নিয়েছে। সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ এবং অভিবাসীদের লাগাতার মানবাধিকার লঙ্ঘন, অভিবাসীদের বিতাড়নের নামে নির্যাতন, সরকারি দপ্তরে ব্যাপক ছাঁটাই, সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প থেকে সরকারের হাত তুলে নেওয়া এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বরাদ্দ ছাঁটাই, অন্য দিকে ধনকুবেরদের জন্য ঢালাও আর্থিক সুবিধার বন্দোবস্ত— এর বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ। বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন, অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীদের সংগঠন সহ অন্যান্য সংগঠন এবং সাধারণ মানুষ এতে সামিল হয়েছেন।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আসল পরিচালক যে শাসক বুর্জোয়া শ্রেণি তা জানাই ছিল। এখন দেখা যাচ্ছে গণতন্ত্রের ঠাটবাটটুকুকেও তোয়াক্কা না করে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বকলমে কাজ করে চলেছেন ধনকুবের এলন মাস্ক। কোনও স্তরে নির্বাচিত না হয়েও ট্রাম্প সাহেবের নির্বাচনী তহবিলে টাকা ঢেলে তাঁকে জেতানোর ব্যবস্থা করে মাস্ক জিতে নিয়েছেন আমেরিকাকে আবার 'মহান' করে তোলার মহা দায়িত্ব! ট্রাম্প সাহেবের উদ্দেশে একচেটিয়া পুঁজিমালিকদের অর্পিত দায়িত্ব ছিল জনগণের দুর্দশার জন্য কোনও বিশেষ জনগোষ্ঠীকে দায়ী করে দেশের মানুষকে তাদের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেওয়া। তাদের একটাই লক্ষ্য শোষণের জন্য মূল দায়ী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যাতে জনগণের বিক্ষোভ পরিচালিত না হয়। সেই লক্ষ্যেই ট্রাম্প সাহেব তাঁর নির্বাচনী প্রচারে ক্রমাগত বর্ণ-ধর্ম-জাতিগোষ্ঠীর পরিচয় তুলে কৃষ্ণাঙ্গ, মুসলিম, হিসপানিক, ল্যাটিনো, এশিয়ান, অ্যাফ্রো-আমেরিকান ইত্যাদি হিসাবে চিহ্নিত করে নানা জনগোষ্ঠীকে আক্রমণ করতে থাকেন। জেতার পর বেকার, অর্ধবেকার, ঋণগ্রস্ত নিম্নবিত্ত, ঋণের দায়ে ঘরবাড়ি হারানো মানুষ এই রকম এক বিশাল

সাতের পাতায় দেখুন

গণআন্দোলন শক্তিশালী করার শপথ নিয়ে প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন সারা দেশে

একের পাতার পর

ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ তাতে বক্তব্য রাখেন।

গুজরাট ঃ গুজরাটের রাজধানী আমেদাবাদে ২৪ এপ্রিল জনসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড সত্যবান। তিনি কাশ্মীরের পহেলগামে সাধারণ মানুষের উপর সন্ত্রাসবাদীদের হামলা কাপুরুষোচিত আখ্যা দিয়ে তার তীব্র নিন্দা করেন।

দিল্লির রাজেন্দ্র ভবনে বক্তব্য রাখছেন কমরেড অরুণ সিং

গুজরাটে আমেদাবাদের সভার শ্রোতারা। বক্তব্য রাখছেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সত্যবান

কেরালার সভায় প্রধান বক্তা পলিটবুরো সদস্য কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ

প্রতিষ্ঠা দিবসে আয়োজিত পাটনার সভায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সুভাষ দাশগুপ্ত।

ত্রিপুরা ঃ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ২৭ এপ্রিল আগরতলার স্টুডেন্টস হেলথ হোমে সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও আসাম রাজ্য সম্পাদক কমরেড চন্দ্রলেখা দাস।

বিহার ঃ পাটনার রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত সভার প্রধান বক্তা ছিলেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষ।

ভারতে ফ্যাসিবাদের স্বরূপ কী তা নিয়ে তিনি বিস্তৃত ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) গড়ে তোলার পথে কমরেড শিবদাস ঘোষের অনন্য সংগ্রামের কথা তুলে ধরে তিনি উপস্থিত সকলের কাছে আবেদন জানান, পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনে এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) দলকে শক্তিশালী করার কাজে আত্মনিয়োগ করুন। এটাই আজ সমাজের প্রয়োজন। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দ্বারিকানাথ রথ, সভাপতিত্ব করেন দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড মীনাক্ষী যোশী।

ঝাড়খণ্ডের সভায় বক্তব্য রাখেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য

কর্ণাটকের সভায় উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী

ওড়িশার ভুবনেশ্বরে প্রতিষ্ঠা দিবসের সভায় বক্তব্য রাখেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু

ত্রিপুরার আগরতলায় প্রতিষ্ঠা দিবাসের সভা

দিল্লি ঃ ২৪ এপ্রিল এসইউসিআই(সি)-র ৭৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে দিল্লির রাজেন্দ্র ভবন সভাঘরে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসী হামলা ও নিরপরাধ জনসাধারণকে হত্যার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব পাঠ করেন সভার সভাপতি কমরেড প্রাণ শর্মা। আয়োজিত জনসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও বিহার রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড অরুণ সিং।

অন্ধ্রপ্রদেশের নেল্লোর। বক্তব্য রাখেন পলিটবুরো সদস্য অমিতাভ চ্যাটার্জী

ঝাড়খণ্ড ঃ রাঁচির এসডিসি সভাঘরে প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে সভা হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের পলিটবুরো সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য।

কর্ণাটক ঃ ব্যাঙ্গালোরের গান্ধী ভবনে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সত্যবান।

রাজস্থান ঃ জয়পুরের লুনিয়াবাসে দলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে জনসভা হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড রবীন সমাজপতি।

পাট্টা ও খতিয়ানের দাবিতে কৃষক বিক্ষোভ

কোচবিহারে দীর্ঘদিন ধরে ভূমিহীন মানুষ বাস করছেন খাস জমিতে। বারে বারে পাট্টার আবেদন করেও তাঁরা পাট্টা পাচ্ছেন না। অন্য দিকে দীর্ঘ দিনের বাসিন্দা পাট্টাধারীদেরও খতিয়ানের জন্য ঘুরতে হচ্ছে বছরের পর বছর। এই অবস্থায় পাট্টা ও খতিয়ানের দাবিতে ২১ এপ্রিল তুফানগঞ্জ বিএলঅ্যান্ডএলআরও দফতরে ডেপুটেশন দেয় এআইকেকেএমএস-এর এক নং ব্লক কমিটি।

পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ড ঃ দোষীদের শাস্তি ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো বন্ধের দাবিতে মিছিল

কাশ্মীরে পর্যটকদের উপর নৃশংস আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে, হত্যাকাণ্ডে জড়িত দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে এবং একে কেন্দ্র করে জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যা থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে যে ভাবে ধর্মীয় বিদ্বেষ তৈরি করা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ঐক্য বজায় রাখার দাবিতে ২৯ এপ্রিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি রাজ্যের সর্বত্র প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দেয়।

এ দিন কলকাতায় কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর মূর্তির সামনে থেকে সহস্রাধিক মানুষের মিছিল শুরু হয়ে ধর্মতলায় শেষ হয় (ছবি একের পাতায়)। নেতৃত্বে ছিলেন দলের পলিটবুরো সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এবং রাজ্য নেতৃবৃন্দ। দাবি সংবলিত ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড সহ সুসজ্জিত এই মিছিলে দলের কর্মী-সমর্থকরা ছাড়াও বহু সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। মিছিল শেষে এসপ্ল্যানেডে লেনিন মূর্তির সামনে সংক্ষিপ্ত সভায় বক্তব্য রাখেন চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। তিনি অবিলম্বে হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করে শাস্তির দাবি করেন। নিরাপত্তা বাহিনী ও গোয়েন্দা বাহিনীর ব্যর্থতার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করেন তিনি। বিজেপি-আরএসএস যে ভাবে জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলিকে ঢাকতে মুসলিম মাত্রই সন্ত্রাসবাদী এই প্রচার তুলে হিন্দু ভোটব্যাঙ্ককে মজবুত করতে নেমেছে, তিনি তার তীব্র নিন্দা করেন।

তিনি দেশের মানুষের কাছে আবেদন জানান, কোনও প্ররোচনায় পা না দিয়ে সাধারণ মানুষের ঐক্য-সংহতি বজায় রাখুন। একই ভাবে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা সদরগুলিতেও আজ এই দাবিতে প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত হয়।

যে রাজনীতি মনুষ্যত্বের আহ্বানে সমুজ্জ্বল

রাজনীতি জিনিসটা কী? একশো জনকে জিজ্ঞেস করলে হয়তো আশি জনই ক্ষমতায় থাকা দলগুলোর চুরি, দুর্নীতি, জোচ্চুরির কথা বলবেন। বাস্তবে বড় বড় দলগুলোর লাগামছাড়া দুর্নীতি, নেতাদের মিথ্যাভাষণ, পরস্পরের দিকে কাদা ছোড়াছুড়ি, ভোটের আগে দল বদলের হিড়িক দেখে দেখে ক্লান্ত, বীতশ্রদ্ধ সাধারণ মানুষ ভুলতেই বসেছেন যে, এ দেশের মাটিতে নেতাজি, ভগৎ সিং, চিত্তরঞ্জন দাশ, মাস্টারদা সূর্য সেনের মতো মানুষেরা যে মহান কাজটি করতেন, তার নাম 'রাজনীতি'। সেই মহান হৃদয়বৃত্তি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে রাজনীতির নামে আখের গোছানো, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ক্ষমতার কাছ ঘেঁষে থাকা আজ স্বাভাবিকতায় পর্যবসিত হয়েছে। এ রকম একটা সময়ে দাঁড়িয়ে ২৪ এপ্রিল এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠা-দিবসের সমাবেশে আসা এক মা যখন গভীর প্রত্যয়ে বলেন, "আমার সন্তানদের নিয়ে এসেছি, কারণ এখানে না এলে ওরা মানুষ হবে না"— তখন বোঝা যায়, এ এক অন্য ধারার রাজনীতি, অন্য ধরনের সমাবেশ।

ভয়ঙ্কর গরমে শরীর প্রায় ঝলসে যাচ্ছে। কিন্তু খোলা আকাশের তলায় দলে দলে জড়ো হতে থাকা হাজার হাজার মানুষকে দেখে সে কথা বোঝার উপায় ছিল না। ওই প্রবল রোদেই ছাতা মাথায় অথবা এক টুকরো কাপড়ে মাথা ঢেকে তাঁরা মাঠে সাজানো চেয়ারে বসে পড়ছিলেন। মাটিতেও বসেছিলেন অসংখ্য মানুষ— একেবারে ছোট্ট শিশু কোলে মহিলা, ছাত্র-যুবক, আশি বৃদ্ধ-বৃদ্ধা।

বছর দুয়েকের ছেলে আর চার-পাঁচ বছরের মেয়েকে দু-পাশে নিয়ে বসেছিলেন নরেন্দ্রপুরের শ্যামলী সর্দার। এই গরমের মধ্যে ওদের নিয়ে এলেন? শ্যামলী হেসে বললেন, "প্রতিবারই আমি আসি। আর ছেলেমেয়েদের এনেছি, যাতে ওরা এখন থেকেই অভ্যস্ত হয়, বড় হয়ে এই দলটাকে চেনে, এখানে যুক্ত হয়। আসলে এখানে না এলে ওদের ভাল মানুষ করতে পারব না।" গোটা সমাজে যখন রাজনীতিবিমুখতা বাড়ছে, এমনকি তথাকথিত মূলধারার বামপন্থী দলগুলোর কর্মী-সমর্থকরাও অনেকেই নিজে রাজনীতি করলেও সন্তানকে এ সব থেকে দূরে রাখতে চাইছেন, সেখানে এক তরুণী মা বলছেন, সন্তানদের মানুষ করতে হলে এই দলে আনতে হবে। আর এক মা, পুরুলিয়ার সুস্মিতা মাহাতো সমাবেশে এসেছেন ভোরের ট্রেন ধরে। কিন্তু তাঁর বছর দশেকের সন্তান একদিন আগেই ট্রেনে চেপেছে তারই বয়সি আরও অনেকের সাথে। দলের কিশোর বাহিনী কমসোমলের পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠাতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ছবির সামনে প্যারেড করে গার্ড অব অনার দেবে তারা।

এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) দলের এ আর এক অভিনব উদ্যোগ। রাশিয়ার মাটিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপকার লেনিন গড়ে তুলেছিলেন কিশোরদের সংগঠন 'কমসোমল'— বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত কিশোর সাম্যবাদী বাহিনী। তার অনুসরণে এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) দলেও প্রথম থেকেই গড়ে উঠেছে এই সংগঠন— আর ছেঁড়া গেঞ্জি। জিজ্ঞেস করে জানা গেল, তিনি বনজঙ্গল পরিষ্কারের কাজ করেন। সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের বক্তব্য শুনতে এ বারের মতো আগেও এসেছেন। বয়স এবং শারীরিক অসুবিধাকে উপেক্ষা করে এসেছেন ক্যানিংয়ের কালীপদ ঢালি আর কমলা ঢালি, দু-জনেই প্রবীণ। কথায় কথায় জানা গেল, ওঁদের বড় ছেলে কলেজে অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে দিয়ে এখন দলের সর্বক্ষণের কর্মী। আপনারা আপত্তি করেননি? কালীপদ বাবু হেসে বললেন, 'আমি নিজে তো পঁয়ষট্টি বছর ধরে আছি এই দলটার সাথে, আমাদের পুরো পরিবারই এখানে যুক্ত'। সমাজের প্রচলিত মানসিকতায় এখন মানুষ রাজনীতি

শহিদ মিনার ময়দান। ২৪ এপ্রিল

যেখানে ছোটরা মানবিক মূল্যবোধের পাঠ নেয়, মনীষী চর্চা করে, তাদের মধ্যে ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিতের ধারণা তৈরি হয়। সমাজে যখন স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা বাড়ছে, সোশাল মিডিয়ার কুপ্রভাব শিশুমনকে বিষিয়ে দিচ্ছে, কৈশোরেই মারাত্মক অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ছে অনেকে, তখন সুস্মিতা, শ্যামলীর মতো মায়েরা গভীর আস্থায় সন্তানকে নিয়ে এসেছেন এই দলের সংস্পর্শে, যাতে তারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করার শিক্ষা পায়, ভাল মানুষ হয়ে উঠতে পারে।

দত্তপুকুরের মহাদেব নাথ এসেছিলেন সমাবেশে। যাটোর্ধ্ব মানুষটির পরনে মলিন লুঙ্গি করতে আসে টাকাপয়সা, সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য। অথচ এ দলের অসংখ্য কর্মী এ ভাবে দলের কাজের সাথে জীবনকে একাত্ম করেছেন জীবনে একটা মহৎ আদর্শ নিয়ে বাঁচবেন বলে। সবার ক্ষেত্রে যে পরিবারের সমর্থন থাকে, তা নয়। যেমন কলকাতার কলেজ-ছাত্র আদিত্য মিশ্র বলছিলেন, রাজনীতি করা নিয়ে তাঁর বাড়িতে অশান্তি, আপত্তি আছেই। তিনি এখন সেটাকে জীবনের অংশ ধরে নিয়েই লড়ছেন, চেষ্টা করছেন দলের ছাত্র সংগঠনের আরও বেশি দায়িত্ব পালন করার। আদিত্যর মতো দেশ জুড়ে হাজার হাজার ছাত্র-যুব কর্মী, সংগঠক এই প্রেরণা এই শক্তি পাচ্ছেন কোথা থেকে? এই শক্তি আসলে দলের আদর্শভিত্তিক রাজনীতির শক্তি, সঠিক শ্রেণিচেতনার শক্তি।

এ দেশে কমিউনিস্টনামধারী কয়েকটি দল থাকা সত্ত্বেও মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) দলটি গড়ে তুলেছিলেন একটি অন্য জাতের দল হিসেবে। যে দলে কমিউনিজম শুধু নামে আর বক্তৃতায় থাকবে না, যে দলের কর্মীরা দেহে-মনে সমাজ বদলানোর উপযুক্ত হওয়ার সংগ্রাম করবেন, কমিউনিজমকে গ্রহণ করবেন জীবনদর্শন হিসাবে। সেই শিক্ষা নিয়েই বিগত সাতাত্তর বছর ধরে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের পথ চলা। তাই রাজনীতির চর্চা জিনিসটা যখন এমনকি বামপন্থী বলে পরিচিত দলগুলোর মধ্যে থেকেও উঠে যেতে বসেছে, তখন এ দিনের সমাবেশে সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ সেই রাজনীতি বুঝে নেওয়ারই আহ্বান রাখলেন জনসমুদ্রের সামনে। বললেন, আমাদের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণ করছে রাজনীতি। তাই সাধারণ মানুষ যদি রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে চান, রাজনীতি বুঝে সঠিক দলকে শক্তিশালী না করেন, তা হলে ভোট দিয়ে ক্ষমতা পাল্টে কোনও দিন সমস্যার সমাধান হবে না। সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন। শ্রোতারা সেই শ্রেণি-রাজনীতির পাঠ নিয়ে গেলেন একাগ্র মনে।

কাশ্মীরের ঘটনা নিয়ে ভোট-রাজনীতির স্বার্থে যখন সাম্প্রদায়িক বিভেদ উস্কে তোলার চেষ্টা করছে ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক দলগুলি, তখন কমল পাল আর কলিমুদ্দিন শেখরা শহিদ মিনার ময়দানে পাশাপাশি বসে বুঝে নিলেন, আসল শত্রু এই মালিকি ব্যবস্থা— লড়তে হবে তার বিরুদ্ধেই। সমাবেশের শেষে মাঠ ছেড়ে যাওয়ার আগে অনেকেই এসে দাঁড়াচ্ছিলেন কমরেড শিবদাস ঘোষের উদ্ধৃতি প্রদর্শনীর সামনে, যেখানে শেষ বিকেলের আলো এসে পড়েছে মহান নেতার সেই স্মরণীয় উক্তির ওপর— 'রাজনীতি একটা উচ্চ হৃদয়বৃত্তি। বিপ্লবী রাজনীতি তো অনেক উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি।' এই উন্নত হৃদয়বৃত্তির চর্চা, শোষিত মানুষের দুঃখ-ব্যথাকে অন্তরে অনুভব করা এবং শোষণমুক্তির আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান রেখে গেল ২৪ এপ্রিলের সমাবেশ।

পহেলগাঁও ঃ রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ

কাশ্মীরে পর্যটকদের উপর নৃশংস আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে, দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে এবং একে কেন্দ্র করে জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যা থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে যে ভাবে ধর্মীয় বিদ্বেষ তৈরি করা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ঐক্য বজায় রাখার দাবিতে ২৯ এপ্রিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ডাকে রাজ্যের সর্বত্র প্রতিবাদ মিছিল হয়। ছবি ঃ শিলিগুড়ি (উপরে) ও পুরুলিয়া শহর

পাঠকের মতামত

মুনাফা লুঠের চক্করে রেলও

কিছুদিন আগেই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার স্টেশনে স্টেশনে চলছিল মিছিল, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ। মাঝে মাঝে উচ্চকণ্ঠে স্লোগান— 'অস্বাভাবিক লেটে ট্রেন চালানো চলবে না।' 'সময় সারণি মেনে ট্রেন চালাতে হবে, রেলের বেসরকারিকরণ করা চলবে না', ইত্যাদি। আমার মতো অনেকেই এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের জন দশেক স্বেচ্ছাসেবক গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করছিলেন খড়গপুরে ডিআরএম-কে ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য। ওই ঘটনার কয়েকদিন পর দেখা গেল চলন্ত ট্রেনের ভেতরেই ওঁরা হ্যান্ডমাইক নিয়ে প্রচার করছেন। প্রচার শুনেই কয়েকজন যাত্রী বলে উঠলেন, 'আরে দাদা, ডেপুটেশনের ডেটটা ভাল করে বলুন, আমরা যাব।' আরও জানতে চাইলেন 'আপনাদের জমায়েতটা কোথায়, কখন?' আমার পাশেই একজন হকার ভাইকে বলতে শুনলাম 'আমাদেরও সর্বনাশ হচ্ছে, আমরাও আপনাদের পাশে আছি'। কেউ কেউ আবার আন্দোলন তহবিলের সাহায্যে দেওয়ার জন্য বক্সের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। দেখা গেল পুরো কম্পার্টমেন্টেই যাত্রীরা তাঁদের নিত্যদিনের কষ্টের কথা, ক্ষোভের কথা পরস্পরের মধ্যে শেয়ার করতে শুরু করেছেন।

কিন্তু এই সমস্যার কথা সংবাদমাধ্যমে নেই কেন? শাসক-বিরোধী তরজায় যে সব দলের নেতাদের মুখ রোজ টিভিতে ভাসে— সেই দলগুলোকে তো দেখা যাচ্ছে না! আসলে ভোট রাজনীতির বাইরে এদের তেমন দেখা যায় না। এরা সেই হিসেব কষেই চলে। করোনা সংক্রমণের পরে সমস্ত কিছু স্বাভাবিক হল। ট্রেন চলাচলটা স্বাভাবিক হল না! আর সে কারণেই হাজার হাজার রেলযাত্রীর ভোগান্তির শেষ নেই। একেবারে নিম্ন আয় থেকে শুরু করে উচ্চআয়ের বহু মানুষের জীবন জীবিকা আজ ভীষণভাবে এই রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। বাস্তবে এদের জীবনে 'আচ্ছে দিন' 'জুমলা'-ই থেকে গেল। শুধু ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক কিংবা চাকরিজীবীরাই নয় পরিচারিকা, ঠিকা শ্রমিক, দিনমজুর, পরিযায়ী শ্রমিক, রাজমিস্ত্রি, ছোট-বড় কারখানার শ্রমিক, ফুল-ফল-মাছ সব্জি বিক্রেতা সকলেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্ল্যাটফর্মে আটকে প্রতিদিন অস্থির হয়ে ওঠেন। রেলের উপর নির্ভরশীল লোকগুলি, এমনকি রেল কর্মচারীরাও ঠিক সময়ে কর্মস্থলে প্রায় কোনও দিনই পৌঁছাতে পারেন না। যাত্রীরা আর্থিক ও মানসিক সমস্ত দিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হন। সময় থাকতে স্টেশনে পৌঁছেও উৎকণ্ঠা— 'সময় মতো পৌঁছতে পারবো তো'? 'আজ কাজে যোগ দিতে পারব তো?' 'আজ আবার কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহি করতে হবে না তো?' মাঝখানে কয়েকটা দিন দেখা গেল বেশ কিছু ট্রেন খানিকটা রাইট টাইমে চলাচল করছিল। কিন্তু দু-চার দিন যেতে না যেতেই আবার সেই আগের অবস্থা। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল ওদের ডেপুটেশনের চাপেই দিন কয়েক রেলকর্তারা এভাবে ট্রেন চালাচ্ছিলেন।

রেল চালিয়ে সরকারি কোষাগারে প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকা আয় হয়। তবুও রেল পরিষেবা ঠিক মতো দিতে কেন্দ্রীয় সরকার এত উদাসীন কেন? কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যাঙ্ক, বিমা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি পরিষেবা ক্ষেত্রগুলির মতো এই রেল পরিষেবাতেও মুনাফালোভী কোম্পানিগুলোকে বিনিয়োগের সুযোগ করে দিচ্ছে। সেই রাস্তাটা প্রস্তুত করতে দেরিতে ট্রেন চালানো, যখন তখন ট্রেন বাতিল করা, কিছু লোকাল ট্রেনের গায়ে এক্সপ্রেসের তকমা লাগিয়ে কয়েকগুণ ভাড়াবৃদ্ধি, লোকাল ট্রেন দাঁড় করিয়ে মালগাড়ি ও বন্দে ভারত পাস করানো ইত্যাদি করে চলছে রেলদপ্তর। এ ধরনের হয়রানিতে যাত্রীরা যাতে বিরক্ত হয়ে সরকারি পরিষেবার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়, এটাই হচ্ছে সরকারের মূল অভিসন্ধি। যাত্রীরা যাতে বিভ্রান্ত হয়। তারা যাতে ব্যাপকভাবে বলতে শুরু করে রেলের বেসরকারিকরণ হলেই ভাল! দেশি-বিদেশি কর্পোরেট পুঁজিপতিদের সেবাদাস সরকারের এটা যে একটা চক্রান্ত তাঁরা অনেকেই ধরতে পারছেন না। ভাবা দরকার, অধিকাংশ বাসই তো এখন বেসরকারি। তাতে যাত্রীদের কী সুবিধা হয়েছে? সরকারি বিএসএনএল দুর্বল করে জিয়ো কোম্পানিকে বাজার ধরিয়ে দিয়ে টেলিফোন গ্রাহকদের কোন উপকারটি করেছে সরকার? রেলে সাধারণ হকারদের তুলে দিয়ে, স্টেশনে ফুড প্লাজা, শপিং মল করলে— রেল পরিষেবার কোন উন্নতি হবে? কারই বা লাভ হবে? অতীতে রেলে যে পরিমাণ মানুষ চাকরি করত সেই সংখ্যা আজ অর্ধেকে কমে দাঁড়িয়েছে।

স্থায়ীপদগুলোকে তুলে দেওয়া হচ্ছে, কর্মসংস্থানের সমস্ত রকম সুযোগ প্রায় বন্ধ। হকাররা জীবিকা হারাচ্ছে, যাতায়াত ব্যয়বহুল হয়ে উঠছে, ১৪ থেকে ১৮ ঘণ্টা পর্যন্ত কর্মচারীদের খাটানো হচ্ছে, সামান্য বেতনে ঠিকাপ্রথায় নিয়োগ বাড়ছে, নানা ধরনের সুরক্ষা ও ছাত্র থেকে শুরু করে প্রবীণ মানুষ এমনকি রোগীদের বিশেষ ছাড়ও তুলে দেওয়া হচ্ছে। রেল আর সরকারের দৃষ্টিতে পরিষেবা নয়, বিপুল মুনাফা লোটার ক্ষেত্র।

দীনেশ মেইকাপ, পশ্চিম মেদিনীপুর

হাওড়ায় বিক্ষোভ মিছিল

সাম্প্রদায়িকতার প্রসার, গাজায় আমেরিকা-ইজরায়েল সাম্রাজ্যবাদী জোটের গণহত্যার প্রতিবাদে, রান্নার গ্যাস ও ওষুধের দামবৃদ্ধির বিরুদ্ধে এবং যোগ্য শিক্ষকদের পুনর্বহালের দাবিতে ১৪ এপ্রিল হাওড়া ময়দানে এস ইউ সি আই (সি)-র হাওড়া সদর জেলা কমিটির আহ্বানে বিক্ষোভ মিছিল হয়। নেতৃত্ব দেন জেলা সম্পাদক কমরেড সৌমিত্র সেনগুপ্ত, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড জৈমিনী বর্মন ও প্রবীণ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কমরেড আলোক ঘোষ।

২০ মে সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘট

একের পাতার পর

পিএফ, পেনশন, ইএসআই, গ্র্যাচুইটি সহ সামাজিক সুরক্ষা থেকেও শ্রমিকদের বঞ্চিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অসংগঠিত ক্ষেত্র সহ গিগ-প্ল্যাটফর্ম শ্রমিক ও স্কিমে কর্মরত কর্মীরা ন্যূনতম মজুরি ও সামাজিক সুরক্ষা থেকে আজও বঞ্চিত এবং দিনের পর দিন তাদের উপর বাড়ছে শোষণ, নিপীড়ন ও অত্যাচার। বিজেপি সরকারের বিরোধী বলে যারা ভোটের বাজারে গলা ফাটায় সেই দলগুলিও যেখানে সরকারি গদিতে আছে, সেখানেও একই শ্রম নীতি গ্রহণ করছে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার মুখে মোদি সরকারের আইনের বিরোধিতা করেও ঘুরপথে এই শ্রমনীতি চালু করছে।

এই আক্রমণের সামনে এ বছর মে দিবসে লড়াইয়ের শপথ তাই নতুন করে নিয়েছেন ভারতের শ্রমজীবী মানুষ। মে দিবস দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণিকে শিখিয়েছিল সংগ্রাম করেই ছিনিয়ে আনতে হয় অধিকার। ১৮৮৬ সালের ৪ মে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটে শ্রমিকরা এক ইতিহাস সৃষ্টিকারী সংগ্রাম করেছিল। ৮ ঘণ্টা শ্রমদিবসের দাবিতে ১ মে থেকে শুরু হওয়া এই শ্রমিক বিক্ষোভে ৩ মে ম্যাককর্মিক রিপার কারখানার ধর্মঘটী শ্রমিকদের সমাবেশে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ৬ জন শ্রমিককে হত্যা করে। পর দিন হে মার্কেটের শ্রমিক সমাবেশেও পুলিশ লাঠি গুলি চালিয়ে ৪ জন শ্রমিককে নৃশংসভাবে হত্যা করে। মালিক শ্রেণির স্বার্থে পরিচালিত সরকার বিচারের নামে প্রহসন করে ৪ জন নেতাকে ফাঁসি দেয়, একজন নেতার জেলের অভ্যন্তরে রহস্যজনক মৃত্যু হয় এবং তিনজন নেতার কারাবাস হয়। এই ঘটনা সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিভিন্ন দেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক এই আন্দোলনে সামিল হন। ১৮৮৯-এ মহান মার্ক্সের সুযোগ্য সহযোদ্ধা ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের নেতৃত্বে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রতি বছর ১ মে দিনটি সারা বিশ্বে 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস' হিসেবে পালন করার। আজ ভারতের শ্রমজীবী মানুষের রক্ত-ঘাম-টাকায় তৈরি প্রতিরক্ষা, রেল, ব্যাংক, বিমা, বিদ্যুৎ, কয়লা, ইস্পাত, তেল, বিমান, বন্দর সহ সকল সরকারি ও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রকে জলের দরে দেশি-বিদেশি মালিকদের কাছে বিক্রি বা লিজ দেওয়ার ব্যবস্থা করছে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া। নতুন কলকারখানা তৈরি দূরের কথা, চালু কারখানা বন্ধ হয়ে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বেকার বাহিনীতে নাম লিখিয়েছেন। ৪৬ বছরের মধ্যে আজ এ দেশে সবচেয়ে বেশি বেকার। নতুন কাজ দূরের কথা, করোনা অতিমারির সময়েই ১৮ কোটি মানুষ কাজ হারিয়েছেন। পরিযায়ী শ্রমিকদের নির্মম শোষণ আজ সকলেরই জানা। অন্যদিকে মালিকদের মুনাফার পাহাড় বাড়ছে। আর্থিক বৈষম্য আজ আকাশছোঁয়া। এই সরকার শুধু শ্রমিকদের নয়, কৃষকদের মারার জন্য তিনটি কালা কৃষি আইন এনেছিল। দিল্লি অবরোধ করে কৃষকরা ১ বছরের বেশি দৃঢ়পণ সংগ্রাম করে ৭১৫ জন কৃষকের আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে সরকারকে বাধ্য করেছে তিনটি কৃষি আইন বাতিল করতে। কিন্তু ধূর্ত মোদি সরকার এখন নাম পাল্টে কুখ্যাত কৃষিনীতি, কৃষি বিপণন আইনের নামে চালু করতে চাইছে। যার বিরুদ্ধে কৃষকরা আবার আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এই ধর্মঘটে তাঁরাও সামিল হয়েছেন।

সারা বিশ্বই আজ বাজারসংকটে দীর্ণ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মুনাফা অটুট রাখতে গিয়ে মালিকরা চরম শোষণ নামিয়ে এনেছে। যতদিন বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক শিবির ছিল ততদিন শ্রমিকদের ওপর লাগামছাড়া শোষণ চাপাতে গেলে পুঁজিবাদী শাসকদের ওপর একটা নিয়ন্ত্রণ কাজ করত, এখন সেটুকু বাধ্যবাধকতাও কোনও শাসকদের সামনে নেই। ফলে শোষণ-বঞ্চনা তীব্র। এর বিরুদ্ধে দেশে দেশে লড়ছে শ্রমজীবী মানুষ। এই শ্বাসরোধকারী অবস্থা নিরসনের জন্য সারা বিশ্বের সাথে ভারতের শ্রমিকরাও আজ আন্দোলনের পথে। ৯টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের যুক্ত মঞ্চ ২০ মে সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। এই যুক্তমঞ্চের অন্যতম শরিক এ আই ইউ টি ইউ সি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস আহ্বান জানিয়েছেন, শুধু একদিনের ধর্মঘট নয়, আন্দোলনকে বিজয়ের লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য 'মে দিবস'-এর শিক্ষানুযায়ী আন্দোলনের হাতিয়ার 'শ্রমিক সংগ্রাম কমিটি' গঠন করে ঐক্যবদ্ধও দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তুলুন।

উন্নত যাত্রী-পরিষেবার দাবিতে নাগরিক কনভেনশন

পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদা কেশিয়াড়ি মোড়ে ২৪ নম্বর রেলগেটে দ্রুত ওভারব্রিজ নির্মাণ, বেলদা-হাওড়া লোকাল ট্রেন চালু, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতগামী এক্সপ্রেস ট্রেনের বেলদাতে স্টপেজের দাবিতে এবং অস্বাভাবিক ট্রেন লেট ও যখন তখন ট্রেন বাতিলের প্রতিবাদে ১৩ এপ্রিল বেলদা রেল যাত্রী ও নাগরিক কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ডাঃ যোগেন্দ্র নাথ বেরা। উপস্থিত ছিলেন মঞ্চের জেলা সম্পাদক সুরঞ্জন মহাপাত্র, অধ্যাপক তুহিন কান্তি দাস, অধ্যাপক ডাঃ বাসুদেব ধাড়া, প্রধান শিক্ষক দীপঙ্কর তেওয়ারি, অশোক জানা, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক কালীপদ ঘোষ, অনন্ত জানা প্রমুখ। বেলদা রেল যাত্রী ও নাগরিক কল্যাণ সমিতির সম্পাদক রামলাল রাঠী উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি বেসরকারি সংস্থার হাতে! ছাত্র আন্দোলনে পিছু হটল সরকার

হায়দরাবাদ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০০ একর জমি 'আইএমজি ভারত' নামের একটি প্রাইভেট কোম্পানিকে দিতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে তেলেঙ্গানার কংগ্রেস সরকার। এই জমিতে রয়েছে নানা প্রাকৃতিক সম্পদ, বন্যপ্রাণী। জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করে প্রাইভেট স্পোর্টস কমপ্লেক্স তৈরির অজুহাতে এত বিপুল পরিমাণ জমি বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে ছাত্র আন্দোলন তীব্র হয়েছে। এআইডিএসও, ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি সহ বিভিন্ন ছাত্র, পরিবেশ ও বিজ্ঞান সংগঠন এর বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছে।

১৯৭৫ সালে তৎকালীন অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের শিক্ষামন্ত্রক একটি আদেশনামার মাধ্যমে সেরিলিঙ্গমপল্লী মণ্ডলের কাচি গাচিবৌলি গ্রামের ২,৩০০ একর জমির অছি করে হায়দরাবাদ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে। পরে আরও ২৪.০৫ একর, অর্থাৎ, মোট ২৩২৪.০৫ একর জমি দেওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়কে। যদিও রেকর্ডে জমিটিকে 'সরকারি' বলে দেখানো রয়েছে এবং বিগত ৫০ বছরে তার মালিকানা পরিবর্তন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে করা হয়নি। এর জন্য পরের পর সব সরকারই দায়ী।

এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন দলের সরকার নানা সময়ে ২০টি সংস্থাকে ৮১২.১৩ একর জমি দিয়ে দিয়েছে। এর সঙ্গে আলোচ্য ৪০০ একর জমিও ২০০৪ সালে তৎকালীন তেলুগু দেশম সরকারের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু আইএমজি ভারত নামে কোম্পানিটিকে স্পোর্টস পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য দেয়। ওই বছর বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে টিডিপি সরকার আইএমজি-র চেয়ারম্যানের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে।

২০০৬ সালে ওয়াই এস রাজশেখর রেড্ডির কংগ্রেস সরকার আইএমজি-র সঙ্গে সেই চুক্তি বাতিল করে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে আদালতে যায় কোম্পানিটি। গত বছর মার্চে অন্ধ্র হাইকোর্ট সরকারের পক্ষে রায় দেয়, যার বিরুদ্ধে আইএমজি সুপ্রিম কোর্টে তার বিরুদ্ধে স্পেশাল লিভ পিটিশন (এসএলপি) দায়ের করে। গত বছর মে মাসে সর্বোচ্চ আদালত সেই এসএলপি বাতিল করে দিলে সরকার সেই জমির উপর অধিকার পায়। কিন্তু তারপরে সম্প্রতি তেলেঙ্গানার রেবন্ত রেড্ডির কংগ্রেস সরকার সেই ৪০০ একর জমিটির গাছ কেটে তা নিলাম করার সিদ্ধান্ত নেয়।

ওই ৪০০ একর জমির বাজার-মূল্য বিপুল। রাজ্য সরকার সেই জমি বেচতে চায়। কিন্তু সেই জমিতে ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছে স্কুলস অফ ইকনমিক্স, ম্যানেজমেন্ট, ম্যাথমেটিক্স, স্ট্যাটিস্টিক্স। সেখানে রয়েছে মাশরুম রক, পিকক লেক, হাই রক্স, বাফেলো লেক ইত্যাদি। সেই জঙ্গলে রয়েছে ৭৩৪ প্রজাতির ফুল গাছ। আছে ময়ূর, ইন্ডিয়ান রোলারের মতো পাখি, স্পটেড ডিয়ার, বুনো শুয়োর, খরগোশ, শজারু, বেজি, পাইথন, কচ্ছপ ইত্যাদি প্রাণী।

ফলে বিতর্ক কেবল ৪০০ একর জমির মালিকানা নিয়ে নয়, প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংস করে উন্নয়ন করা নিয়েও তীব্র মতপার্থক্য রয়েছে। বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব ভারতেও কম নয়। পরিবেশ রক্ষায় গাছ লাগানোর ধারাবাহিক আবেদন করছে সরকার বা পরিবেশ সংগঠনগুলি। আর তখন গাছ কেটে ৪০০ একর জমি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কংগ্রেস সরকার। এর বিরুদ্ধে তীব্র ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে।

আন্দোলনের চাপে সুপ্রিম কোর্টের দুই সদস্যের এক ডিভিসন বেঞ্চ তেলেঙ্গানা সরকারকে কাচি গাচিবৌলির সেই ৪০০ একর অরণ্য নিধন স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছে। আজ পৃথিবী জুড়ে পুঁজিপতিরা এবং তাদের সেবক সরকারগুলি মুখে পরিবেশ রক্ষার কথা বললেও বাস্তবে নানা অছিলায় পরিবেশ ধ্বংস করতে উদ্যত। অরণ্য নষ্ট করে সেই জমিতে নানা প্রকল্প তৈরি করছে তারা।

আন্দোলনের এই জয় দেখাল, এর বিরুদ্ধে পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন গড়ে তুলে প্রতিরোধ করা ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প নেই।

জীবনাবসান

কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ লোকাল কমিটির আবেদনকারী সদস্য কমরেড উকিল রায় ৮ এপ্রিল নিজের বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর।

'৯০ দশকের গোড়ার দিকে তিনি এসইউসিআই(সি) দলের সংস্পর্শে আসেন। দলের জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর প্রয়াত সদস্য কমরেড আশিস গাঙ্গুলীর সাহচর্যে তিনি দলের সক্রিয় কর্মীতে পরিণত হন এবং আবেদনকারী সদস্যের মর্যাদা লাভ করেন। প্রবল দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে তিনি দল পরিচালিত নানা আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। কমরেড উকিল রায় ধীরে ধীরে ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে দলের স্বার্থ, সামাজিক স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া, দলের উন্নত সংস্কৃতি গ্রহণ করার সংগ্রাম শুরু করেন এবং বিভিন্ন গণআন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকেন। ইন্দিরা আবাস যোজনায় দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন, কৃষক আন্দোলনে তিনি নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেন। প্রাতিষ্ঠানিক কোনও পড়াশোনা না থাকলেও বিভিন্ন আলোচনা শুনে তিনি পার্টির রাজনীতি বোঝার চেষ্টা করতেন। তাঁর পরিবারের সকলকে দলের সাথে যুক্ত করেছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর খবর পাওয়া মাত্র গ্রামের মানুষ এবং দলের মেখলিগঞ্জ লোকাল কমিটির সদস্যরা তাঁর বাড়ি যান এবং পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান।

কমরেড উকিল রায় লাল সেলাম

ধারাবাহিক আন্দোলনের চাপে বাড়ল হোসিয়ারি শ্রমিকদের মজুরি

রাজ্য সরকারের শ্রম দপ্তর গত ৪ বছরে ৭ বার হোসিয়ারি শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করলেও তা কার্যকর হয়নি। অবিলম্বে সরকারি ঘোষণা অনুসারে রেট বৃদ্ধির দাবিতে ৩ এপ্রিল এআইইউটিইউসি অনুমোদিত ওয়েস্ট বেঙ্গল হোসিয়ারি মজদুর ইউনিয়নের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে শ্রম দপ্তরের জয়েন্ট লেবার কমিশনারকে অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়েছিল। তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন।

সেইমতো মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৭ এপ্রিল নিমতৌড়িতে শ্রম দপ্তরের অফিসে তিনি সভা ডাকলেও মালিকপক্ষের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হননি। তবে মালিক অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে একটি চিঠিতে ১৯ এপ্রিল থেকে ২০২২ সালের মজুরিবৃদ্ধি কার্যকর করা হবে বলে জানানো হয়েছে। মেকার মালিকদের রাজ্য সংগঠনের পক্ষ থেকে শ্রম দপ্তরের অতিরিক্ত শ্রম কমিশনারকে দেওয়া একটি চিঠির প্রতিলিপিও ওই চিঠির সাথে দেওয়া হয়েছে। অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে জানা গেছে, ৩.৭৫ শতাংশ হারে এই মজুরিবৃদ্ধি কার্যকর করা হবে। চলতি বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শ্রমিকদের কাজের উপর এই বর্ধিত রেট দেওয়া হবে। ইউনিয়নের জেলা কমিটির উপদেষ্টা নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, জেলা সভাপতি মধুসূদন বেরা, যুগ্ম সম্পাদক তপন কুমার আদক ও নব শাসমল অভিযোগ করেন, ২০২২ সালের বর্ধিত রেট দেওয়ার কথা বলা হলেও এখনও শ্রম দপ্তরের ঘোষণা মতো তিন বছরের বর্ধিত রেট কার্যকর করার বিষয়ে ওই চিঠিতে কোনও উল্লেখ নেই। অবিলম্বে ওই মজুরি বৃদ্ধি কার্যকর করা না হলে শ্রমিকরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে।

আমেরিকায় বিক্ষোভ

তিনের পাতার পর

জনগোষ্ঠীকে খুশি করতে ট্রাম্প সাহেব তাঁর নির্বাচনী অ্যাজেন্ডা পূরণে অভিবাসীদের জোর করে ফেরত পাঠানোর আয়োজন করেছেন। তিনি কত কড়া তা দেখাতে অভিবাসী বিতাড়নকে কত নিষ্ঠুর করা যায় সে চেষ্টায় এবং তার প্রচারে তিনি খামতি রাখেননি। এদিকে তাঁর দোসর মাস্ক সাহেব মার্কিন ফেডারেল সরকারের খরচ কমানোর জিগির তুলে তাঁর দায়িত্বে থাকা 'ডিপার্টমেন্ট অফ গভর্নমেন্ট এফিসিয়েন্সি' (ডিওজিই) -র মাধ্যমে হাজার হাজার সরকারি কর্মচারীকে পত্রপাঠ ছাঁটাই করেছেন। কেন্দ্রীয় ফেডারেল সরকারের শিক্ষা দপ্তরটাই তিনি বিলুপ্ত করে দিয়েছেন। এই খরচ কমানোর কথা বলে আন্তর্জাতিক বহু সংস্থা থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়ার ঘোষণা করছে মার্কিন প্রশাসন।

মার্কিন অর্থনীতি প্রবল মন্দার শিকার। অর্থনীতির চূড়ান্ত সামরিকীকরণ করে, একের পর এক দেশে যুদ্ধ জারি রেখে, যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবসাকে বিপুল বাড়িয়েও দেশের বাজারকে আর চাঙ্গা রাখতে পারছে না সরকার। মন্দার ধাক্কা সামলাতে সে দেশের ফেডারেল ব্যাঙ্কের কাছে সুদ কমানোর আবেদন জানিয়েছে প্রশাসন। মন্দার আশঙ্কা যে বাড়ছে তা জানিয়েছে অর্থনৈতিক উপদেষ্টা সংস্থা গোল্ডম্যান স্যাক্স (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ এপ্রিল, '২৫)। সাধারণ মানুষ ভোগ্যপণ্যের কেনাকাটা ও নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজের বাইরে অন্য খরচ কমাতে বাধ্য হচ্ছে। বেড়েছে সংস্থাগুলির দেউলিয়া ঘোষণার সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্প সাহেব মার্কিন অর্থনীতিকে বাঁচানোর দাওয়াই হিসাবে প্রায় সমস্ত দেশের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করে জনগণকে খোয়াব দেখানোর চেষ্টা করছেন এতে দেশের শিল্প চাঙ্গা হবে। বলছেন, সব চাকরি সস্তা শ্রমের দেশগুলো নিয়ে চলে যাচ্ছে। এবার এই দাওয়াইতে তারা শায়েস্তা হবে, মার্কিন বেকাররা চাকরি পাবে, আভ্যন্তরীণ চাহিদা বেড়ে মন্দা কাটবে। কিন্তু সে দেশের জনগণের একটা বড় অংশকেই এই দাওয়াই যে গেলাতে পারেনি ট্রাম্প-মাস্ক জুটির প্রশাসন, তা এই বিক্ষোভেই বোঝা যাচ্ছে।

জীবনদায়ী ওষুধের দামবৃদ্ধি তমলুকে বিক্ষোভ

৭৪৮টি জীবনদায়ী ওষুধের অস্বাভাবিক দামবৃদ্ধি রোধ, ভেজাল ওষুধ সরবরাহ বন্ধ, তাম্রলিপ্ত জেলা হাসপাতালের পরিষেবার সার্বিক উন্নতি সহ নানা দাবিতে সারা বাংলা হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শাখার পক্ষ থেকে ১৭ এপ্রিল তমলুক হাসপাতাল মোড়ে ওষুধের দামবৃদ্ধির নির্দেশিকা পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

অগ্নিসংযোগ করেন সংগঠনের জেলা আহ্বায়ক রামচন্দ্র সাঁতরা। তাম্রলিপ্ত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ এবং জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে মহকুমা, ব্লক ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন সহ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ১৩ দফা দাবিপত্র দেন এক প্রতিনিধিদল।

চাকরিহারাদের বিক্ষোভ কোচবিহারে

পরীক্ষা ছাড়াই চাকরি ফেরানোর দাবিতে কোচবিহার শহরে মিছিল করে কাছারি মোড় অবরোধ করেন যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 38 Bengali Weekly May 2, 2025 Kolkata Price: Rs. 3.00

ইতিহাস সিলেবাসে বাদ মোগল আমল
তীব্র নিন্দা এস ইউ সি আই (সি)-র

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৯ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন, এনসিইআরটি কর্তৃপক্ষ ভারতবর্ষের ইতিহাসের স্কুল সিলেবাস থেকে মোগল আমল ও দিল্লি সুলতানী আমলের সমস্ত বিষয় মুছে দিয়ে তার পরিবর্তে তথাকথিত হিন্দুত্ববাদী ভারতীয়ত্বের অনুসারী নানা রাজবংশের অধ্যায় যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান উদ্যোগ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে মহাকুম্ভকে। দুটি 'জ্যোতির্লিঙ্গ, 'চারধাম যাত্রা' এবং 'শক্তিপীঠ'-অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে হিন্দুত্ববাদী ধারণার সাথে যুক্ত 'পবিত্র ভূগোল' হিসাবে। এই হীন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পদক্ষেপের আমরা তীব্র নিন্দা করছি। শিক্ষার গেরুয়াকরণের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মোগল সম্রাট বাবরকে আক্রমণকারী হিসাবে বর্ণনা করা হলেও ইংরাজ শাসনকাল সম্পর্কে সে কথা বলা হয়নি।

ইতিহাস ইতিহাসই এবং তা যে কোনও ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দের ঊর্ধ্বে। কেউ চাইলেই কি ভারতের ইতিহাস থেকে ব্রিটিশ শাসনকাল মুছে দিতে পারে? সামাজিক বিকাশের ধারায় ইতিহাস এক অলঙ্ঘনীয় সত্য হিসাবে লিপিবদ্ধ এবং কোনও শাসক চাইলেই তা মুছে দিতে পারে না। এর মধ্য দিয়ে ছাত্রদের ঐতিহাসিক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে এবং ইতিহাসের বিকৃত ধারণা মনে গেঁথে দিয়ে তাদের মগজ ধোলাই করা হচ্ছে। শাসকগোষ্ঠীর হিন্দুত্ববাদী অ্যাজেন্ডাকে আরও তুলে ধরার জন্যই তা করা হচ্ছে।

এ দেশের শাসক বুর্জোয়া এবং তার সেবাদাসদের ঘৃণ্য রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডাকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে দেশের শিক্ষাবিদদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার জঘন্য চেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ করা এবং দেশের ছাত্র সমাজের স্বার্থ রক্ষার্থে এগিয়ে আসার জন্য দেশের সকল শিক্ষাপ্রেমী মানুষের কাছে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি।

মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের সারেঙ্গা ব্লক বিডিও ডেপুটেশন

গত ১৭ এপ্রিল সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বাঁকুড়ার সারেঙ্গা ব্লকে বিক্ষোভ ডেপুটেশন ও অবস্থান চলে। মূলত খামানি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৩ জন মিড ডে মিল কর্মীকে পুনর্বহাল করার দাবিতে এবং দশ মাসের বদলে বারো মাসের বেতন, সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি, অবসরকালীন ৫ লক্ষ টাকা ভাতা, বোনাস, পেনশন, পিএফ গ্র্যাচুইটি এবং শ্রম কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বাঁচার মতো বেতন বৃদ্ধির দাবিতে এই আন্দোলন চলে। অবশেষে বিডিও দীর্ঘ দু'বছর পর ওই ১৩ জন মিড ডে মিল কর্মীকে পুনর্বহালের নির্দেশ দেন এবং অন্যান্য দাবিগুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পাঠানোর আশ্বাস দেন।

আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছন্দা মাহাতো। উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম রাজ্য সম্পাদিকা মনোরমা হালদার। তিনি বলেন এই দাবিগুলো নিয়ে আগামী ১৭ জুন কলকাতায় নবান্ন অভিযান হবে।

মদ বন্ধের দাবিতে থানায় বিক্ষোভ মহিলাদের

এলাকায় মদের ব্যাপক প্রসার প্রতিরোধে ৭ এপ্রিল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরে আবগারি দপ্তর এবং ফুলবাড়ি পুলিশ ফাঁড়িতে মদ বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ দেখিয়ে ডেপুটেশন দেয় জেলার মদবিরোধী নাগরিক কমিটি। কিন্তু মদ-ব্যবসায়ীরা ১৯ এপ্রিল দুই প্রতিবাদী মহিলাকে মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেয়।

এই অবস্থায় কমিটির উদ্যোগে ওই দিনই সম্পাদক শিবানী নোনা কুজুরের নেতৃত্বে এসপি অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিকেলেই পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আক্রান্ত মহিলাদের সাথে কথা বলে, মদ বিক্রি বন্ধ করে। আবার আক্রমণ হলে, তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়।

রায়পুরে ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে এআইডিএসও

ছত্তিশগড়ের রায়পুরে পণ্ডিত রবিশংকর শুক্ল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসতে গেলে গত বছর পর্যন্ত কোনও ফি লাগত না। এ বছর কলেজ-কর্তৃপক্ষ হঠাৎ ৭০০ টাকা পরীক্ষা ফি ধার্য করে। এর বিরুদ্ধে ২০ মার্চ এআইডিএসও-র রায়পুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে কর্তৃপক্ষের কাছে পরীক্ষা ফি প্রত্যাহারের দাবি করা হয়। দাবিতে কান না দিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ সাধারণ, ওবিসি এবং এসসি-এসটি-দের জন্য যথাক্রমে ৫০০ টাকা, ৪০০ টাকা ও ৩০০ টাকা ফি ধার্য করে।

ছাত্রদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগঠনের পক্ষ থেকে ১১ এপ্রিল আবার বিক্ষোভ মিছিল করে দাবিপত্র পেশ করা হয়। এতেও কাজ না হওয়ায় ২৫ এপ্রিল অবিলম্বে ফি প্রত্যাহার এবং যাঁরা ফি দিয়েছেন, তাঁদের তা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে এআইডিএসও বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে বিশাল ছাত্র-ধরনার আয়োজন করে এবং মিছিল করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনকে ডেপুটেশন দেয়।

'তুমি শুধু প্রাণ বাঁচাওনি বাঁচিয়েছো আমাদের পুরো পৃথিবী'

নজাকাত ভাই,

আজও সেই ঘটনার পাঁচ মিনিট আগের ভিডিওটা আমার মনে গেঁথে আছে। যখন তুমি আমার ছেলের সাথে খেলছিলে, সবকিছু স্বাভাবিক ছিল। আর তারপরই হঠাৎ সেই হামলা। গুলির আওয়াজ, চিৎকার। সেই ভয়াবহ দৃশ্যের মাঝে শুধু একটা জিনিসই স্থির ছিল— তোমার সাহস।

তুমি আমার ছেলেকে বুকে আগলে রেখেছিলে, আমার স্বামী, পূজা বৌদি আর তাদের ছেলেকে সামলেছিলে আর আমাদের বের করে এনেছিলে মৃত্যুর ছায়া থেকে। তোমার চোখে ভয় ছিল না, ছিল শুধু ইনসানিয়ত। সেদিন তুমি আমাদের জন্য ঈশ্বরের হয়ে এসেছিলে। তুমি শুধু প্রাণ বাঁচাওনি, বাঁচিয়েছো আমাদের পুরো পৃথিবী। আমি এই ঋণ সারা জীবনেও ভুলতে পারব না। তোমার জন্যে সর্বদা আমাদের শুভকামনা থাকবে। তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ একজন মা, একজন স্ত্রী, একজন বোন।

এই চিঠিটি সমাজমাধ্যমে লিখেছেন ছত্তিশগড়ের চিরিমিরি এলাকার বিজেপি কাউন্সিলর পূর্বা স্থাপক। ঘটনার দিন তাঁদের গাইড কাশ্মীরী যুবক নজাকাত বুকে আগলে তাঁর শিশুপুত্র সহ সকলকে রক্ষা করেন।

বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প বাতিলের দাবি
আগরতলার শিক্ষা কনভেনশনে

জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল, ত্রিপুরা রাজ্যের বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প বাতিল, স্কুল-কলেজের উপযুক্ত পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও অধ্যাপক নিয়োগের দাবিতে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি, ত্রিপুরা চ্যাপ্টারের উদ্যোগে ১২ এপ্রিল আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক শিক্ষা কনভেনশন হয়। বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক অসিত দাস। প্রতিবেদন পাঠ করেন হরকিশোর ভৌমিক। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক অধ্যাপক ডঃ তরুণকান্তি নস্কর। তিনি বলেন, সংবিধান স্বীকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে অস্বীকার করা হচ্ছে এই শিক্ষানীতিতে। এটি শিক্ষার বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ ও কেন্দ্রীয়করণের একটি চতুর পরিকল্পনা ছাড়া কিছু নয়। এই শিক্ষানীতি ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরার নামে (ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম) অপবিজ্ঞান চর্চা করছে ও ইতিহাস বিকৃত করছে। এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকীকরণের বীজ বপন করছে। কমিটি এই শিক্ষানীতি সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে ধর্মনিরপেক্ষ, বিজ্ঞানভিত্তিক ও গণতান্ত্রিক শিক্ষা চালু করার দাবি জানায়। শেষে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় শিক্ষা আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে একটি জেলা কমিটি গঠন করা হয়। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সভাপতি ডঃ অলক সৎপথী।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Printed & Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. ■ 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com